অধ্যায় - ২৯

১) মাদ্রাজী ভজন-মণ্ডলী২) তেন্ডুলকর (পিতা ও পুত্র) ৩) ডাক্তার ক্যাপ্টেন হাটে এবং ৪) বামন নার্বেকরের গল্প।

১) মাদ্রাজী ভজনাকারী মেলা ঃ-

১৯১৬ সাল নাগাদ এক মাদ্রাজী ভজন মণ্ডলী পবিত্র কাশীর তীর্থ করতে বেরোয়। ঐ মণ্ডলীতে একটি পুরুষ, তার স্ত্রী, ছেলে ও শ্যালিকা ছিল। রাস্তায় ওরা জানতে পারে যে, আহমদনগরে কোপরগ্রামের কাছে শিরডী গ্রামে শ্রী সাইবাবা নামক এক মহান সন্ত থাকেন। তিনি খুবই দয়ালু ও উচ্চ শ্রেণীর সাধু। তাঁর হৃদয় খুবই উদার এবং তিনি কৃপার সাগর। তিনি প্রতিদিন ভক্তদের টাকা বিতরণ করেন। যদি কোন শিল্পী সেখানে গিয়ে নিজের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তো সেও পুরষ্কার পায়। প্রতিদিন বাবার কাছে দক্ষিণা রূপে অনেক টাকা জড়ো হতো। বাবা তার থেকে রোজ একটাকা ভক্ত কোণ্ডাজী তিন বছরের মেয়ে অমণীকে, ছ টাকা অমলীর মা জমলীকে এবং কখনো দশ বা কুড়ি বা কখনো-কখনো পঞ্চাশ টাকাও নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য ভক্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এই শুনে ভজন মণ্ডলীও শিরডী এসে পৌছয়। ওরা খুব সুন্দর ভজন ও গান করত, কিন্তু ওদের আন্তরিক ইচ্ছে ধন উপার্জন করাই ছিল। ঐ দলে তিনটে লোক বড়ই লোভী ছিল। শুধু প্রধান স্ত্রীটির স্বভাব ছিল এদের থেকে একেবারেই ভিন্ন। ওর হৃদয়ে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। এক দিন দুপুরের আরতির সময় ঐ মহিলাটির ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে বাবা প্রসন্ন হন। তারপর আর কি? বাবা ওকে ওর ইষ্টের রূপে দর্শন দেন এবং শুধু ওই বাবাকে সীতানাথ রূপে দেখতে পায়। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা তাঁকে বাবা রূপেই দেখে। নিজের প্রিয় ইষ্ট দেবের দর্শন পেয়ে আনন্দে মহিলাটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে চোখ থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। প্রেমোন্মাদ হয়ে ও তালি বাজাতে শুরু করে। ওকে এই রূপ আত্মহারা হতে দেখে লোকেদের কৌতূহল হয়, কিন্তু কেউ কারণটা জানতে পারে না। পরে ও নিজের স্বামীকে সমস্ত কথা খুলে বলে। বাবা ওকে শ্রীরাম রূপে কিভাবে দর্শন দেন, সে সব জানায়। কিন্তু ওর স্বামী ভাবে যে- "আমার স্ত্রী খুবই ভাবুক ও সরল। সুতরাং

শ্রীরামের দর্শন পাওয়াটা ওর একটা মানসিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়।" ও নিজের পত্নীর কথা উপেক্ষা করে বলে- "এটা কি করে সম্ভব যে, বাবা শুধু তোমাকেই শ্রীরাম রূপে দর্শন দিলেন আর বাকি সব ভক্তরা বাবারই দর্শন পেলো।" ওর স্ত্রী এর উত্তরে কোন প্রতিবাদ করল না কারণ ঐ সময় যে ভাবে ও শ্রীরামের দর্শন পেয়েছিল, ঠিক সেরকমই দর্শন এখনো পাচ্ছিল। ওর মন শান্তি, স্থিরতা ও তৃপ্তি লাভ করে।

আশ্চর্যজনক দর্শন ঃ-

এই ভাবে দিন কাটতে থাকে। এক রাতে পুরুষটি একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখে যে, একটা বড় শহরে পুলিশ ওকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে কারাগারে বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা শান্ত মুদ্রায় ওর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে নিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও কাতর ভাবে বলে ওঠে- "আপনার কীর্তি শুনে আমি আপনার শ্রীচরণে এসেছিলাম। আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমার এইরূপ বিপদ কি করে হলো?" তখন বাবা বলেন- "তোমাকে নিজের কু-কর্মের ফল ভুগতে হবে।" ও তখন উত্তর দেয়- "এই জন্মে আমার সে রকম কোন কর্মের কথা মনে নেই, যার দরুণ আমায় এই দুর্দিন দেখতে হচ্ছে।" বাবা বলেন- "এই জন্মে নয় তো গত জন্মে নিশ্চয়ই কোন খারাপ কাজ করেছিলে।" তখন লোকটি বলে- "আমার গত জন্মের কথা তো কিছু মনে নেই। কিন্তু ধরুন কোন ভুল কাজ করেও যদি ফেলেছিলাম তবুও আপনার উপস্থিতিতে সেটা তক্ষুনি জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, যেমন শুকনো ঘাস আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "তোমার কি সত্যি-সত্যি এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে?" লোকটি উত্তর দেয়- "হ্যাঁ"। বাবা তখন ওকে চোখ বন্ধ করতে বলেন এবং চোখ বন্ধ করতেই ও একটা ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ পায়। চোখ খুলে ও দেখে যে, ও কারাগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং পুলিশটা মাটিতে পড়ে আছে ও তার গা থেকে রক্ত পড়ছে। এই দেখে ও অত্যন্ত ভীত দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকায়। তা দেখে বাবা বলেন- "ব্যাটা, এইবার তোমার ভালো ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশ এসে এক্ষুনি তোমায় ধরে নেবে।" তখন ও মিনতি করে বলে- "আপনি ছাড়া আমায় কে রক্ষা করতে পারে? আমার তো একমাত্র আপনিই ভরসা। ভগবান! আমায় যেমন করে হোক্ বাঁচিয়ে নিন।" তখন বাবা ওকে আবার চোখ বন্ধ করতে বলেন। চোখ খুলে দেখে যে ও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে কাঠগড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং বাবাও ওর কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। তখন ও বাবার শ্রী চরণে লুটিয়ে পড়ে।

বাবা এবার জিজ্ঞাসা করেন- "আমায় বলো তো তোমার এখনকার প্রণামটি ও আগের প্রণামগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না? ভালোভাবে ভেবে জবাব দিও।"

লোকটি বলে- "আকাশ -পাতালের পার্থক্য আছে আমার এখনকার ও আগের প্রণামের মধ্যে। আগের প্রণামগুলি তো শুধু ধন-প্রাপ্তির আশায় করেছিলাম। কিন্তু এই প্রণামটি আমি আপনাকে ঈশ্বর জেনে করেছি। আগে আমার ধারণা ছিল যে, আপনি মুসলমান হয়ে হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট করছেন।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি মুসলমান পীরদের বিশ্বাস করো না?" প্রত্যুত্তরে সে বলে- "আজ্ঞে না।" তখন বাবা আবার জিজ্ঞাসা করেন- "তোমার বাড়ীতে কি একটা পাঞ্জা নেই? তুমি কি 'তাবুতের' (শবাধার) পূজো করো না? তোমার বাড়ীতে এখনও কাডবীবী নামক এক দেবী আছেন, যার সামনে তুমি বিয়ে ও অন্যান্য ধার্মিক অবসরে কৃপা প্রার্থনা করো।" শেষে যখন ও সব স্বীকার করে তখন বাবা বলেন- "এর চেয়ে বেশী তুমি আর কি প্রমাণ চাও?" তখন লোকটি নিজের গুরু শ্রীরামদাসের দর্শন করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। বাবার আদেশে ও পিছনে ফিরে দেখে যে, শ্রীরামদাস স্বামী ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং যেই ও তাঁর চরণ ছুঁতে যায়, তক্ষুনি তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।

তখন ও বাবাকে বলে- "আপনাকে দেখে তো বেশ বৃদ্ধ মনে হয়। আপনি নিজের বয়স জানেন?" বাবা তখন বলেন, "তুমি কি বলতে চাও, আমি বৃদ্ধ? বেশ, কিছুদূর আমার সঙ্গে দৌড়ে দেখাও দেখি।" এই বলে বাবা দৌড়তে শুরু করেন এবং সেও বাবার পিছন-পিছন দৌড়য়। দৌড়তে গিয়ে পা দিয়ে যে ধূলো ওড়ে বাবা তাতে লুপ্ত হয়ে যান এবং তখনই ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ও গভীর ভাবে এই স্বপ্নটির বিষয় চিন্তা করে। ওর মানসিক প্রবৃত্তিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এবার ও বাবার মহানতা বুঝে গিয়েছিল। ওর লোভী ও শঙ্কাগ্রস্ত বৃত্তি সুপ্ত হয়ে যায় এবং বাবার চরণের প্রতি সত্যিকারের ভক্তি উথলে পড়ে। ওটা ছিল তো মাত্র একটা স্বপ্ন, কিন্তু তার প্রশ্নোত্তরগুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পরের দিন যখন সবাই মস্‌জিদে আরতির জন্য একত্রিত হয়, তখন বাবা ওদের প্রসাদ রূপে প্রায় দু টাকার মিষ্টি ও নগদ দু টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ওখানে কিছু দিন আরো থাকতে বলে আশীষ দেন- "আল্লাহ তোমায় অনেক দেবেন এবং এবার সব ভালোই করবেন।" সেখানে বাবার কাছ থেকে খুব বেশী অর্থ লাভ হয় না, কিন্তু বাবার কৃপা অবশ্যই প্রাপ্ত হয় যাতে ওঁদের খুবই মঙ্গল হয়। রাস্তায় ওরা যথেষ্ট ধন উপার্জন করে এবং ওদের ঐ যাত্রা সফল হয়। যাত্রায় সেই দলের কোন কষ্ট বা অসুবিধে হয় না এবং ওরা নির্বিঘ্নে

বাড়ী পৌঁছে যায়। বাবার আশীর্বাদে এবং তাঁর কৃপায় যে পরমানন্দ লাভ হয়েছিল, সেটা ওদের চিরকাল মনে থাকে।

তেণ্ডুলকর কুটুম্ব ঃ-

বম্বের কাছে বান্দ্রাতে এক তেন্ডুলকর পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য বাবার পরম ভক্ত ছিল। শ্রী রঘুনাথ রাও তেন্ডুলকর মারাঠী ভাষায় 'শ্রী সাইনাথ ভজনমালা" নামক একটি বই লিখেছেন যাতে প্রায় আটশোটা ছন্দ ও পদের সমাবেশ ও বাবার লীলার মধুর বর্ণনা দেওয়া আছে। এইটি বাবার ভক্তদের পড়ার যোগ্য বই। ওঁর জেষ্ঠ পুত্র বাবু ডাক্তারী পরীক্ষায় বসার অনবরত অভ্যাস করছিল। অনেক জ্যোতিষীদেরও ও নিজের কুষ্ঠী দেখায় এবং সবাই জানায় যে সে বছর ওর গ্রহদশা ভালো না হওয়ার দরুণ পরের বছর পরীক্ষায় বসলে ও নিশ্চয়ই সফল হবে। এই শুনে ও খুব নিরাশ হয়। ছেলেটির মা মনের অশান্তির এই কথাটি বাবাকে বলেন। ছেলের কিছুদিন পরই পরীক্ষায় বসার কথা। বাবা বললেন- "নিজের ছেলেকে বলো আমার উপর বিশ্বাস রাখতে। সব ভবিষ্যবাণী ও জ্যোতিষীদের কুষ্ঠী এক কোণে ফেলে দাও। ও নিজের অভ্যাস-ক্রম চালিয়ে যাক। শান্তচিত্তে পরীক্ষায় বসুক। ও নিশ্চয়ই এই বছর পাশ করবে। ওকে বোল নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।" মা বাড়ী ফিরে বাবার আশ্বাস ছেলেকে জানান। ও দিনরাত পরিশ্রম করে এবং পরীক্ষায় বসে। ও সব বিষয়েই খুব ভালো পরীক্ষা (লিখিত) দেয়। কিন্তু তবুও ওর মনে একটা সংশয় - বোধহয় পাশ করার মতন অতটা ভালো হয়নি। তাই ও স্থির করে যে, মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হয়ে কোন লাভ হবে না। কিন্তু পরীক্ষক তো নাছোড়বান্দা। উনি এক বিদ্যার্থীকে দিয়ে বাবুকে বলে পাঠান যে, ওর লিখিত পরীক্ষা যথেষ্ট ভালো হয়েছে। এবার ওর মৌখিক পরীক্ষাতেও নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকা উচিত। এই ভাবে উৎসাহ পেয়ে বাবু পরীক্ষায় বসে এবং দুটি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়। সেই বছর ওর গ্রহদশা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও বাবার কৃপায় ও সফল হয়। এখানে শুধু এ কথাই মনে রাখা উচিত যে, **কষ্ট এবং সংশয়ের উৎপত্তি শেষে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। যেমন ভাবেই হোক পরীক্ষা তো হয়ই, কিন্তু আমরা যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাপূর্বক চেষ্টা করে যাই তাহলে সফলতা নিশ্চয়ই পাব।** এই ছেলেরই পিতা রঘুনাথ রাও বম্বের এক বিদেশী ফার্মে চাকরী করতেন। উনি বেশ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের কাজ ভালো ভাবে করতে পারতেন না। তাই উনি ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে চাইতেন। ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও ওঁর স্বাস্থ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। তাই এবার

অবসর গ্রহণের কথা ভাবতে বাধ্য হতে হলো। একজন বিশ্বাসী কর্মচারী হওয়ার দরুণ প্রধান ম্যানেজার ওঁকে পেন্‌শন দিয়ে সেবানিবৃত্ত করা স্থির করেন। পেন্‌শনে কত দেওয়া উচিত্, সেটাই চিন্তা করা হচ্ছিল। উনি ১৫০ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। সেই হিসেবে ওঁর পেন্‌শন হয় ৭৫ টাকা। কিন্তু সেটা ওঁর পরিবারের নিবার্হের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। নির্ণয় হওয়ার পনেরো দিন আগে বাবা শ্রীমতি তেণ্ডুলকরকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন- "আমার ইচ্ছে যে, তোমার স্বামীকে পেন্‌শন ১০০ টাকা দেওয়া হোক্। তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট?"

শ্রীমতি তেন্ডুলকর উত্তর দেন- "বাবা, আপনার এই দাসীকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার শ্রীচরণেই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।"

যদিও বাবা ১০০ টাকা বলেছিলেন, কিন্তু সেটিকে বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনা করে ১০ টাকা বেশী অর্থাৎ ১১০ টাকা পেন্‌শন নিশ্চত হয়। বাবার নিজের ভক্তদের প্রতি ছিল অসীম স্নেহ ও ভালবাসা।

ক্যাপ্টেন হাটে ঃ-

ক্যাপ্টেন হাটে বাবার এক পরম ভক্ত ছিলেন। থাকতেন বিকানীরে। একবার স্বপ্নে বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি আমায় ভুলে গেছো?" শ্রী হাটে তাঁর শ্রী চরণ ধরে বলেন- "ছেলে নিজের মাকে ভুলে কি বেঁচে থাকতে পারে?" এই বলে শ্রী হাটে তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে কিছু সীম ভেঙ্গে নিয়ে আসেন। একটা থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে তাতে দক্ষিণা রেখে বাবাকে অর্পণ করতে যাবেন এমন সময় ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। উনি বুঝতে পারেন যে- 'সেটা শুধু মাত্র একটা স্বপ্ন ছিল।' কিন্তু যে সব বস্তুগুলি উনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, সেগুলি বাবার কাছে শিরডী পাঠাবেন স্থির করেন। কিছুদিন পর উনি গোয়ালিয়ার যান এবং সেখান থেকে নিজের এক বন্ধুকে বারো টাকা 'মানি অর্ডার' পাঠিয়ে চিঠিতে লিখে পাঠান- "দু টাকার সীধেসামগ্রী এবং সীম ইত্যাদি কিনে ও দশ টাকা দক্ষিণাস্বরূপ রেখে আমার হয়ে বাবাকে নিবেদন কোর।" ওর বন্ধু সবই জোগাড় করে নেন, কিন্তু সীম পেতে খুবই অসুবিধে হয়। এমন সময় উনি এক মহিলাকে মাথায় একটা টুকরী নিয়ে যেতে দেখেন। উনি এই দেখে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যান যে, ঐ টুকরীটিতে শুধু সীমই ছিল। তখন সীম কিনে, একত্রিত জিনিষগুলি নিয়ে মস্‌জিদে গিয়ে শ্রী হাটের পাঠানো নৈবেদ্য বাবাকে অর্পণ করেন। পরের দিন শ্রী নিমোনকর তাই দিয়ে ভাত ও সীমের তরকারী বানিয়ে, বাবাকে খেতে দেন।

সবার খুব আশ্চর্য্য লাগল যে, বাবা সেদিন শুধু সীমই খেলেন এবং অন্য জিনিষ স্পর্শও করলেন না। ওঁর বন্ধুর কাছে এই খবর পেয়ে শ্রী হাটে গদগদ হয়ে ওঠেন এবং অগাধ আনন্দে মন ভরে ওঠে।

পবিত্র টাকা ঃ-

এক সময় ক্যাপ্টেন হাটের মনে হয় যে, একটা টাকা বাবার পবিত্র করকমলে স্পর্শ করিয়ে নিজের বাড়ীতে অবশ্যই রাখা উচিত। শিরডী যাবেন এমন এক বন্ধুর সাথে ওঁর হঠাৎ দেখা হয়। সে বন্ধুটিকে নিজের ইচ্ছেটি জানিয়ে শ্রী হাটে তাঁকে একটা টাকা দেন। শিরডী পৌঁছে বন্ধুটি বাবাকে প্রণাম করার পর দক্ষিণা দেন, বাবা সেটি তক্ষুনি পকেটে রেখে নেন। এরপর উনি ক্যাপ্টেন হাটের টাকাটি অর্পণ করেন। বাবা সেটি হাতে নিয়ে খুব মন দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। টাকাটি নিজের বুড়ো আঙ্গুলের উপর রেখে উপর দিকে নিক্ষেপ করেন। এ রকম দু-চারবার করে টাকাটি বন্ধুটিকে দিয়ে বলেন- "উদীর সাথে এই টাকাটা নিজের বন্ধুকে ফিরিয়ে দিও। আমি ওঁর কাছ থেকে কিছু চাই না। ওঁকে বোল যে, উনি সুখে থাকুন এই-ই আমি আশীর্বাদ করছি।" বন্ধুটি গোয়ালিয়ার ফিরে সেই টাকাটি শ্রী হাটেকে দিয়ে সেখানে যা-যা ঘটেছিল সে সব ওঁকে জানান। সে সব কথা শুনে শ্রী হাটে খুব খুশী হন। উনি অনুভব করেন যে, বাবা সর্বদা ওঁর সদিচ্ছাগুলিকে উৎসাহিত করে ওঁর সমস্ত মনোকামনা পুরণ করতেন।

৪) শ্রী বামন নার্বেকর ঃ-

পাঠকগণ! এবার একটা অন্য গল্প শ্রবণ করুন। এক মহাশয়ের, নাম বামন নার্বেকর, সাই চরণে প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। একবার উনি একটা এমন মুদ্রা আনেন, যার একদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং অপরদিকে করবদ্ধ মারুতির চিত্র আঁকা ছিল। উনি এই মুদ্রাটি বাবাকে এই ভেবে অর্পণ করেন যে, তিনি সেটি করস্পর্শ দ্বারা পবিত্র করে "উদী"-র সাথে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু বাবা সেটা তক্ষুনি পকেটে রেখে নেন। শামা বামনরাও-য়ের ইচ্ছেটি জানিয়ে মুদ্রাটি ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তখন উনি বামনরাও এর সামনেই বলেন- "এইটি ওঁকে ফেরত না দিয়ে আমাদের কাছেই রাখব। যদি উনি এর বদলে পঁচিশ টাকা দিতে রাজী থাকেন তাহলে আমি এটা ফিরিয়ে দেব।" মুদ্রাটি পাওয়ার জন্য শ্রী বামনরাও পঁচিশ টাকা জোগাড় করে বাবাকে দেন। তখন বাবা বলেন- "এই মুদ্রার মূল্য তো পঁচিশ টাকার থেকে অনেক বেশী। শামা,

তুমি এটি নিজের ভাণ্ডারে জমা করে নিজের দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করে এর নিত্য পূজো কোর।" কেউ সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারে না যে তিনি এমনটি কেন করলেন। এ তো শুধু বাবাই জানেন যে কার জন্য, কখন, কি উপযুক্ত।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।